নারীবাদী নীতিদর্শন—

নীতিদর্শনকে সাধারণত পক্ষপাতশূন্য বলে মনে করা হয়। পক্ষপাতশূন্য এই অর্থে যে এই নীতিদর্শন লিঙ্গনিরপেক্ষ। নৈতিক মূল্য পুরুষসাপেক্ষ বা নারীসাপেক্ষ নয়।

এই মূল্য নিরঙ্কুশ এবং লিঙ্গভেদ সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু যে সম্প্রদায় নিজেদের নারীবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা মনে করেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো নীতি দর্শনের ক্ষেত্রেও পুরুষতন্ত্রের ছায়া পড়েছে। যে নীতিদর্শন সুদীর্ঘকাল প্রচলিত আছে তা অনেক বিজ্ঞ দার্শনিকদের নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও সেই দার্শনিকরা পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি।

এখানে লক্ষ করা প্রয়োজন যে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদীদের পরিচয় প্রধানত রাজনৈতিক (Political)। যাঁরা সম্পূর্ণভাবে নারীবাদী তাঁদের প্রথম এবং মুখ্য অভিপ্রায় হল নারীর পরাধীনতার অবসান ঘটানো। নারীবাদী নীতিদর্শন ক্ষমতা লাভের দর্শন— যে ক্ষমতা অন্যায়ভাবে পুরুষের হস্তগত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে এসেছে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন।

নারীদের মধ্যে অনেকদিন থেকেই একটি নতুন চেতনার উদ্ভাস লক্ষ করা গিয়েছিল। সেই চেতনার কেন্দ্রে ছিল একটি ধারণা— সমাজ অন্যায়ভাবে পুরুষ শাসিত এবং নারীরা অবদমিত। এ এক বিচিত্র রাজনীতি। পুরুষ ও নারীর যৌনভেদের সঙ্গে পুরুষই নানা বিরুদ্ধ ধর্ম যোগ করেছে। নারীকে বলা হয়েছে কমনীয়, নমনীয়, সহনশীলা— যে তার সংসারের সীমিত অঙ্গনে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। পুরুষতন্ত্রে নারীর সামাজিক অবস্থানকে তাচ্ছিল্য করা না হলেও তার কর্মক্ষেত্র এতটাই সীমিত করা হয়েছে যে সমাজের দ্বারা আরোপিত কোমল ধর্মগুলি তার পক্ষে লৌহ যবনিকা হয়ে উঠেছে যাকে ভেদ করে জগতের উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা ও অধিকারের প্রশ্নকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। নারীবাদী নীতিদর্শনে নানা কর্মপন্থার কথা চিন্তা করা হয় যা নারীর পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে তাকে শক্তিরূপিনী বলে প্রতিষ্ঠা করবে।

হয়ে সে এমন একটি সত্তায় পরিণত হয় যে সত্তার কাছে তাই নীতিগতবাদে ভালো বলে মনে হয় যা নিজের ও অন্যান্য সমষ্টিবদ্ধ সত্তার পক্ষে ভালো।

আধুনিক যুগে নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তার নাম সিমোঁ দ্য ব্যুভোয়া (Simone de Bouvoir)। তিনি তাঁর 'The Second Sex' নামক গ্রন্থে নারীবাদকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন। সমাজে নারীর পরিচয় এই যে সে পুরুষ নয়। একমাত্র পুরুষই স্বসত্তা বা self, কারণ পুরুষ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী; সে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। নারী যেন পুরুষের তুলনায় পরসত্তা বা other, কারণ নারী পুরুষ নয়। পরসত্তার ধর্ম পরাধীনতা। পুরুষের কাছে নারী যেন একটি বস্তু যাকে সে অবদমন করতে পারে। পুঁজিপতিরা সর্বহারাদের, শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের এইভাবে পরসত্তা হিসাবে দেখেছে এবং তাদের নির্যাতন করেছে। পরসত্তা রূপে নারীও পুরুষদের হাতে একইভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

কিন্তু নারী কেন পরসত্তা থেকে স্বসত্তায় উন্নীত হতে পারছে না? ব্যুভোয়া স্বীকার করেন যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈবিক পার্থক্য আছে। নারীর মাতৃত্ব, তার সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব তাকে স্বসত্তা হয়ে উঠতে দেয়নি। শারীরিক দুর্বলতাও তার স্বসত্তা হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নারীর এই

সমস্ত ধর্মের উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু নারীকেই স্থির করতে হবে তার এই সমস্ত ধর্মের মূল্য কতখানি। তবেই সে নিজেকে স্বসত্তায় পরিণত করতে পারবে।

ব্যুভোয়া তাঁর গ্রন্থে শুধু জীববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করেননি। তিনি মনোবিশ্লেষক ফ্রয়েডের মধ্যেও দেখেছেন নারীকে পরসত্তায় পরিণত করার প্রবণতা। ফ্রয়েডও নারীকে পুরুষের তুলনায় নিম্ন মর্যাদা দিয়েছেন।

যে সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের আমরা যুগান্তকারী মতবাদের স্রষ্টা বলে মনে করি তার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তা মার্কস্ অন্যতম। নারীরা নির্যাতিত— একথা মার্কস্‌ও স্বীকার করেন। তবে তিনি এই নির্যাতন ও নারীত্বের অবমূল্যায়নের কারণকে খুঁজেছেন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। তাঁর মতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ বা অবসান না হলে কোনরকম নির্যাতনেরই শেষ হবে না।

ব্যুভোয়া মনে করেন যে ফ্রয়েডের মতবাদে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। জৈবিক কারণে নারীকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে মনে করার পিছনে তিনি পুরুষতান্ত্রিকতার ভূমিকাকে লক্ষ করেছেন। মার্কসের ব্যাখ্যাও গ্রাহ্য নয় কারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নারীর অবদমনের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু নারী নির্যাতনের অবসান হবে এমন কথা বলার কোন হেতু নেই।

ব্যুভোয়া মনে করেন যে নারীকে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে যাতে সে পরসত্তা বা বস্তুসত্তা থেকে যথার্থ স্বসত্তা বা ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হতে পারে। এর জন্য চাই নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পরিবারের সঙ্কীর্ণতার বাইরে গিয়ে তাকে আরও বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। নারীকে আরও সমাজসচেতন হতে হবে যাতে সে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। এর জন্য নারীকে সংগ্রাম করতে হবে কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে সহজে এই অধিকার দেবে না। তবু ব্যুভোয়া আশাবাদী। নারী একদিন 'মানুষ' হিসাবে পরিচিত হয়ে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে।